যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

২০২১

জাতীয় যুব দিবস ২০২১

দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম, ২০২১

Activities of the Department of Youth Development, 2021

দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Department of Youth Development
Ministry of Youth & Sports

Website - www.dyd.gov.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

পৃষ্ঠপোষক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল লতিফ মোল্লা
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সম্পাদক মন্ডলী
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (আত্মকর্ম ও প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

বিষয়বস্তু প্রণয়ন
মোঃ আব্দুর রেজ্জাক
উপপরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রচ্ছদ
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান
ফটোগ্রাফার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সূচিপত্র

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১.	ভূমিকা, আমাদের আহ্বান	১-৩
০২.	সম্পাদনযোগ্য কর্মাবলি, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্যাবলি,	৩-৪
০৩.	সাংগঠনিক কাঠামো, অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৫-১৩
০৪.	যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ, রাজস্বখাতভুক্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	১৩-২৮
০৫.	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম	২৮-৩০
০৬.	বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কার্যক্রম	৩১-৩২
০৭.	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম	৩২-৩৩
০৮.	বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের কার্যক্রম	৩৩-৩৬
০৯.	অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কণ্ডিশনিং প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম	৩৬-৩৭
১০.	সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কর্যক্রম	৩৭-৪১
১১.	চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম	৪২-৪৪
১২.	অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ	৪৪-৪৮
১৩.	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৮-৪৯
১৪.	অন্যান্য কার্যক্রম	৫০-৫৩
১৫.	বর্তমান সরকারের অর্জন	৫৪-৫৫
১৬.	অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৫৬

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ। যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, প্রতিভা ও উদ্যোগ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুবরা পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিহার করে তাদের চিন্তা-চেতনায় আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা-চেতনা ধারণ করছে। সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম শক্তি হচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। এছাড়া রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য যুবদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করা সময়ের দাবি। এছাড়া বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার দেশ। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি "আমার গ্রাম আমার শহর" লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

যুবসমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৬৪ লক্ষ ৬১ হাজার ২৩৮ জন যুবক ও যুবনারীকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২২ লক্ষ ৮০ হাজার ১৫৩ জন যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। তন্মধ্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৪১ হাজার ৪৪৮ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৯১ জন উপকারভোগীকে ২১১১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৩ হাজার ৩৩৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.৪৭%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবনারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের আহ্বান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মপ্রত্যাশী যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুবদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া, দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। তদুপরি দেশের সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। জেলা ও উপজেলায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের প্রচার স্বল্পতার কারণে বহু যুবক ও যুবনারীর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আমরা দেশের সকল যুবক ও যুবনারীর কাছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের তথ্য পৌছেঁ দিতে চাই। যাঁরা এই ব্রোশিয়ারটি পড়বেন তাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে বেকার যুবদের অবহিত করবেন। সাথে এও অনুরোধ করছি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকলে আমাদের ওয়েব সাইট

(www.dyd.gov.bd) ভিজিট করুন। এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজ (www.Facebook.com/ departmentofyouth developmenthq)-এ লগ ইন করুন।

সম্পাদনযোগ্য কর্মাবলি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (রুলস অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে :

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক কার্যাদি।
- উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি।
- যুব পুরস্কার প্রদান।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল,আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ।
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

ভিশন

❖ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

মিশন

❖ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যাবলি

ক) যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;

খ) যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;

গ) যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;

ঘ) যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

ঙ) যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;

চ) যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়ন উৎসাহিত করা;

ছ) ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;

জ) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;

ঝ) পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা;

ঞ) সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;

ট) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;

ঠ) জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;

ড) যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫(পাঁচ) জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানায় কার্যালয় রয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ৭১টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪ জেলায় নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব এবং সমাপ্ত প্রকল্প ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৭১৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি রয়েছেন।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

যুবসমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি চালু রয়েছে :

১) বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে ; যথা: ১) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ২) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আবাসিক ও অনাবাসিক এ দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রদান করা হয়। সব উপজেলায় একই ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ মাস হতে ৬ মাস এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে মেয়াদ ০৭ দিন থেকে ২১ দিন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভাড়া বাড়িতে নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অতিথি বক্তা দ্বারা স্কুল, মাদ্রাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া আইসিটি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অংশগ্রহণকারীদের

বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর। সমাপ্ত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩,০০,৪৮০ জন এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ২,৮৪,৫৩০ জনকে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,০০,১৭৪ জন।

ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

i) সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক/আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ।

২. প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ।

৩. মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ (৩৭টি জেলায়)।

৪. ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ।

৫. রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং প্রশিক্ষণ।

৬. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ।

৭. পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ।

৮. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ (৬৪টি জেলায়)।

৯. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক ও অনাবাসিক)।

১০. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক ৬৪টি জেলা)।

১১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৬১টি জেলায় আবাসিক)।

ii) জেলার চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক/আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১২. প্রাণিসম্পদ বিষয়ক-

i) দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরুমোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

ii) দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

iii) মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

iv) ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক-

i) চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

ii) মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৪. কৃষি বিষয়ক-

i) অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

ii) কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

iii) ফুল চাষ, পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

iv) নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

v) মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

vi) বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৫.কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৬. ব্যানানা ফাইভার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৭. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ।

১৮. ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ।

১৯. ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ।

২০. ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।

২১. বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।

২২. স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।

বিশেষজ্ঞ রিসোর্স পার্সন দ্বারা পরিচালিত

২৩. ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ।

২৪. ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ।

২৫. হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ।

২৬. ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ।

২৭. বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ।

২৮. আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ।

২৯. ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ।

৩০. সেলসম্যানশীপ প্রশিক্ষণ।

৩১. ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ।

৩২. চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ।

৩৩. পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ।

৩৪. আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
৩৫. ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ।
৩৬. ওয়েব ডিজাইন প্রশিক্ষণ।
৩৭. নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩৮. ইয়ূথ কিচেন (রান্না বিষয়ক) প্রশিক্ষণ।
৩৯. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ।
৪০. ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ।
৪১. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেম/আইপিএস, ইউপিএস ও স্টেবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন প্রশিক্ষণ।
৪২. স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

iii) যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

৪৩. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
৪৪. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
৪৫. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।

iv) মোবাইল ভ্যানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স

৪৬. গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :

১. পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন।
২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন।
৩. বাড়ন্ত মুরগি পালন।
৪. ছাগল পালন।
৫. গরু মোটাতাজাকরণ।
৬. পারিবারিক গাভি পালন।
৭. পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ।
৮. পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ।
৯. কবুতর পালন।
১০. চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

১১. মৎস্য চাষ।
১২. সমন্বিত মৎস্য চাষ।
১৩. মৌসুমি মৎস্য চাষ।
১৪. মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)।
১৫. মৎস্য হ্যাচারি।
১৬. প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ।
১৭.গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ।
১৮. শুটকি তৈরি ও সংরক্ষণ।
১৯. বসতবাড়িতে সবজি চাষ।
২০. নার্সারি।
২১. ফুল চাষ।
২২. ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)।
২৩. ভার্মি কম্পোস্ট কেঁচো সার তৈরি।
২৪. গাছের কলম তৈরি।
২৫. ঔষধি গাছের চাষাবাদ।
২৬. ব্লক প্রিন্টিং।
২৭. বাটিক প্রিন্টিং।
২৮. পোশাক তৈরি।
২৯. স্ক্রিন প্রিন্টিং।
৩০. স্প্রে প্রিন্টিং।
৩১. মনিপুরী তাঁত শিল্প।
৩২. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি।
৩৩. বাঁশ ও বেতের সামগ্রি তৈরি।
৩৪. নকশি কাঁথা তৈরি।
৩৫. কারু মোম তৈরি।
৩৬. পাটজাত পণ্য তৈরি।
৩৭. চামড়াজাত পণ্য তৈরি।
৩৮. চাইনিজ ও কনফেকশনারি।
৩৯. রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত।
৪০. ওয়েল্ডিং
৪১. ফটোগ্রাফি ও
৪২. সোলার প্যানেল স্থাপন।

গ) বিজিএমইএ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স **(কুড়িগ্রাম, রংপুর ও পঞ্চগড় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)**।
২. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স।

ঘ) বিএমইটি ও এস,এ ট্রেডিং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স

১.সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র)।

ঙ) মডার্ণ হারবাল গ্রুপ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স

১. দেশীয় প্রযুক্তিতে অর্গানিক ও ওষুধি গাছের চাষাবাদ (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে)।

চ) বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত যুবসংগঠকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩. বাসের সুপারভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৪. ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৫.কেভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় পিপিই, মাস্ক ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৬. ব্লক বাটিক, ডাইং এন্ড স্ক্রীন প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৭. যুব নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৮. সেল্‌সম্যানশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৯.ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১০. Varmi Compost বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১১. অনলাইন আর্নিং (গ্রাফিক্স ডিজাইন) বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১২. ডিজিটিাল বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৩. ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৪. স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৫. অটিজম, ডিজএবিলিটি এবং যুবদের দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৬. যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও যুবসংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৭. রিসিপশন এবং কাস্টমার সার্ভিসেস বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৯. স্যানিটেশন এন্ড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২০. ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

২১. নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২২. সরকারি উদ্যোগ এবং যুব সুযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

ছ) বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩. ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।
৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলশ্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৬. তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৭. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৮. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৯. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।
১১. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ।
১২. ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৩. কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

২) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোনো কোনো সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

৩) যুবঋণ কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরণের ঋণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। যথা ঃ ১) গ্রুপভিত্তিক যুবঋণ কর্মসূচি ও ২) একক যুবঋণ কর্মসূচি। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ নামে নতুন ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

ক) গ্রুপভিত্তিক যুবঋণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের পারিবারিক গ্রুপে সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে প্রথম পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১২,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে ১৬,০০০/- ও ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। একজন সদস্য সর্বাধিক তিনবার ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।

খ) একক যুবঋণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক ঋণ প্রত্যাশীকে সর্বনিম্ন ৪০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। একজন সদস্য সর্বাধিক তিন বার ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।

গ) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মধ্য হতে যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মকর্মী বাছাই করে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তাকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ২টি সমান কিস্তিতে ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৪) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় যুবদের এইচআইভি/এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, যৌতুক, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সিভিক এডুকেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, পরিবারকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

৫) সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা

স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়/হয়েছে সেগুলো হচ্ছে - বিজিএমইএ এবং বিআইএফটি, ওয়েস্টার্ন মেরিন সার্ভিসেস লিঃ, ডে-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, টিএমএসএস, ভিএসও, সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ, বিএমইটি ও এস এ ট্রেডিং, সিআরপি, মডার্ণ হারবাল গ্রুপ, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), জনতা ব্যাংক, আইটি ভিশন, এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস ওমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এজিডাব্লিউইবি), কানেক্ট কনসালটিং লিমিটেড (সিসিএল), উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, ক্যারিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার, কোর নলেজ লিমিটেড, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্ট (এপিআইটি), সেন্টার ফর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনএবল ফিউচার (বিআইএসএফ), ইউএসএইড-ডিএফআইডি এনজিও হেলথ্ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট, সেন্টার ফর ডিসএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), পরিবর্তন চাই, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ, অক্সফাম বাংলাদেশ এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক।

যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ

ক) রাজস্ব খাত ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ৩৩০ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৩০০ কোটি ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা (৯১%)।

খ) উন্নয়ন খাত ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ৫১ কোটি ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ৫১ কোটি ৭ লক্ষ ৮০ হাজার এবং ব্যয় হয়েছে ৪৩ কোটি ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা (৮৪.৮১%)।

গ) রাজস্ব খাত ঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে মোট বরাদ্দ ৪৪০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।

ঘ) উন্নয়ন খাত ঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ ৫৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব কর্মসূচি

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুবনারীদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুবনারীদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাসমেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্বে ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ষষ্ঠ পর্বে ১৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় ও সপ্তম পর্বে ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পর্ব ও পঞ্চম পর্বের প্রথম ধাপের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন, তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২ জন, চতুর্থ পর্বে ২৬৩৭৬ জন, পঞ্চম পর্বে ৩৭২৬৮ জন, ষষ্ঠ পর্বে ৫১১৯৪ জন, সপ্তম পর্বে ২৭৯৬৮ জন এবং ৮ম পর্বসহ মোট ২৩৫৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন, ২৬৩৭৫ জন, ৩৭২৬৮ জন, ৫১১৯৪ জন এবং ২৭৯৬৮ জনসহ মোট ২,২৮,১২৯ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১২১১৮ জনের কর্মসংস্থান এবং ৫০৩৯৯ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৩৬৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৩১৮০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে মোট ৬৬৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৬৪৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এক কার্যকর কৌশল হিসেবে এ কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়াও সৃষ্টি করেছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও এ কর্মসূচিকে তুলে ধরার জন্য এ কর্মসূচির ব্রান্ডিং এর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

০২। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০.০০ (একশত) টাকা ভর্তি ফি এবং জামানত হিসেবে ১০০.০০ (একশত) টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করে থাকে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

দুগ্ধবতী গাভীপালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

ফুল চাষ, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১৫০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৪৫০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ । পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হয়।

জেলা পর্যায়ে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা কোর্স ফি

দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩/০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

সেলসম্যানশিপ প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০২ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০১ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ২১দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ইনটেরিয়র ডেকোরেশন প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০৩ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০১ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয় না। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি.পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ওয়েভ ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস. সি. পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ইয়ুথ কিচেন (রান্না বিষয়ক) প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্স : এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেম প্রশিক্ষণ/আইপিএস,ইউপিএস, স্টেবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম

শ্রেণি পাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স : উপজেলায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে পরিচালিত এটি ০১ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবনারীদের জন্য এস.এস.সি এবং যুবকদের জন্য এইচ.এস. সি পাস।

হিজরা, দলিত জনগোষ্ঠি, অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী যুবদের কোর্স ফি দিতে হয় না।

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৭ দিন থেকে ২১ দিন। এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ এবং এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোন ফি দিতে হয় না। ইউনিট থানা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদেয় সুবিধা

ক) আবাসিক প্রশিক্ষণে খাবার ও আবাসন সুবিধা
খ) অনাবাসিক প্রশিক্ষণে বিনামূল্যে আবাসন ব্যবস্থা
গ) পাহাড়ী (পার্বত্য চট্টগ্রাম) যুবদের যাতায়াত ভাতা
ঘ) নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা
ঙ) দলিত, অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি যুবদের জন্য ৫% কোটাসহ ভর্তি ফি ব্যতিত প্রশিক্ষণ
চ) প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান
ছ) প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণে ঋণ সহায়তা প্রদান।

০৩। দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মপ্রত্যাশী যুবরা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব কোন সম্পদ ও কর্মসংস্থান না থাকায় তাদের পক্ষে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় না। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এহেন মানবেতর অবস্থা নিরসন এবং কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্যে একটি সুখকর জীবনের ব্যবস্থা করা দারিদ্র্যবিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সকল উপজেলাতেই এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ক) পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি

পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে কর্মপ্রত্যাশী দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দেশের মোট ৩১০টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব নিরসন ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সমুন্নত রেখে কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীবনযাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য়, দফায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২০০০/-, ১৬০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩য় দফা পর্যন্ত সফল ঋণ পরিশোধকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে একটি কেন্দ্র হতে সর্বোচ্চ ০৫ জনকে আত্মকর্ম ঋণের নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মচারিগণ গ্রাম পর্যায়ে ঋণ বিতরণ এবং কেন্দ্র থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। কোনো উপকারভোগীকে ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি পরিশোধের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। মূলধন পাওনার উপর ৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না। এ ঋণ প্রাপ্তির জন্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে মনোনীত সদস্যদের ৫দিনব্যাপি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৬.৮৪%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধন	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	৮৫৩৭.৯৭ লক্ষ টাকা	৮৩৬৫.৯৭ লক্ষ টাকা
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	১৩৪৯৫.৫৪ লক্ষ টাকা	১১৬০৪.৬৯ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৭৫৯৮১.৯০ লক্ষ টাকা	৭৩৭৬৫.১৬ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	৭২৮৬২.৫৮ লক্ষ টাকা	৭০২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী	৬,৩৩,১৮৩ জন	৬,১১,১৮৩ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	১৯৩৯.২০ লক্ষ টাকা	১৮৩৪.০৮ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৬,১৬০ জন	৯,৪৪৬ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	২১৩১.২০লক্ষ টাকা	--
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৭৭৬০ জন	--

খ) একক ঋণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৭টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত একজন যুবক/যুবনারীকে প্রথম দফায় ৬০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রথম দফায় ৪০,০০০/-, দ্বিতীয় দফায় ৫০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। জেলা ও উপজেলায় দুটি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহীতাকে ১ জন জামিনদার নিশ্চিত করতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে

ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না। এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৪.৬৭%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট যুবঋণ মূলধন	১১৭০৮.৯০ লক্ষ টাকা।	১১৭০৮.৯০ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	১৪২৯০.৫০লক্ষ টাকা।	১৪১১৪.৪৩ লক্ষ টাকা।
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৩১৮৭৪.৫৯ লক্ষটাকা।	৩০৮৭৫.৫৭ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	১৬৫১২৩.৭৫ লক্ষ টাকা।	১৩৬৭৪৫.৮৪ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	১২০২৫৯.১৮লক্ষ টাকা।	১১৪৩৪২.৭৫ লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	৯৯০০.০০ লক্ষ টাকা।	১৩৩৬২.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৪৬৪০ জন।	১৩৮৮৭ জন।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	১০০৬৮.৮০ লক্ষ টাকা।	--
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৫২৪০ জন।	--

০৪। প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোন কোন সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
আত্মকর্মসংস্থানের মোট	২৬,২০,২২১ জন।	২২৮০১৫৩ জন।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থান	৭০,০০০ জন।	৪১,৪৪৮ জন।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থান	৪১৭৬০ জন।	--

০৫। <u>কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র</u>

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনে ৫.৫৫ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন এবং একটি তিন তলা হোস্টেল রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনে একটি লাইব্রেরি রয়েছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রশিক্ষণের	১৮৭৬৫ জন	১৮,৪২৮ জন
শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণের	৮৮৫০০ জন	৮৮,৫৩৪ জন
শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনারের	১০৮৫ টি	১০৬১ টি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৮৫০ জন	৭৪৮ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১০৬০ জন	-

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২১ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৫ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র ও জুনিয়র প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৪ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

কেমাসউকে-এর প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ দিন। যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০০ জন।

০৬। আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এসকল কেন্দ্র ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম-একাডেমিক ভবন রয়েছে এবং উক্ত ভবনের তিন তলায় হোস্টেল রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৫০ জন	৩৯০ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৫০ জন।	-

০৭। বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই সমাপ্ত এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন কোর্স এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং (গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে চাহিদাপূর্ণ এবং যুগোপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। উপরোক্ত ট্রেডসমূহের মধ্যে কম্পিউটার ট্রেডে দেশের সকল জেলায়, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেডে দেশের ২৩টি জেলায়, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ও ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের প্রতিটিতে দেশের ০৯টি জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ প্রকল্প ও সমাপ্ত অবশিষ্ট কারিগরি প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৭০ জন, কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কন্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল ইতোমধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,৮৮,৭৬০ জন	১,৯১,৫৭০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১০,৫৪০ জন	১০,৬৭৫ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১০,৫৪০ জন	-

বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ২০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস এবং কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস।

ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস।

০৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ সমাপ্ত প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির উদ্দেশ্য। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০

জন বেকার যুবক ও যুবনারীকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৬৪টি। দেশের সকল জেলায় একটি করে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১১টি জেলায় ১১টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। বিদ্যমান ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সর্বশেষ নির্মিত ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রমও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩২টি কেন্দ্র "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প এবং "১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সর্বনিম্ন ১.৫০ একর হতে ৭.০০ একর ভূমির উপর জেলা সদরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, ডাক কাম পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, মৎস্য হ্যাচারী, পুকুর, নার্সারি ইউনিট এবং খেলার মাঠ রয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ দেশে মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এবং "১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র)" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে রাজস্বখাতভুক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩,৬১,৯৫৪ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে গতি সঞ্চার করে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো গেলে যুব প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে এ কেন্দ্রগুলো রোল মডেলে পরিণত হতে পারে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	**১৮,৫২০ জন**	**১৭,৩১৮ জন**
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	**১৮,৫২০ জন**	--

০৯। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে যুব কার্যক্রম ও যুব

সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পার্শ্বে (রেল গেইট সংলগ্ন) ৬.৭৮ একর জমির উপর বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র ও বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, হলরুম, কর্মকর্তাদের বাসভবন, কর্মচারিদের বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মেডিকেল সেন্টার, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, গাড়ি রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল ইতোমধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৩-২০০৮)	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১৩,৬৩০ জন।	৮,০০৩ জন।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫০০ জন।	৫৪০ জন।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫০০ জন।	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামের	১২৩ টি।	১২৫ টি।
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণার	০২ টি।	০১ টি।
শর্ট ফিল্ম /ডকুমেন্টারী তৈরীর	০২ টি।	০২ টি।

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

বাসের সুপারভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ। যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

কেভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় পিপিই, মাস্ক ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ । যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

সেল্‌সম্যানশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ। যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

যুব নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ। যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ । যেখানে কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুব উদ্যোক্তা এবং কর্মহীন যুব ও যুবনারীকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

ব্লক বাটিক, ডাইং এন্ড স্ক্রীন প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ। যেখানে কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুব উদ্যোক্তা এবং কর্মহীন যুব ও যুবনারীকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

ভার্মি কমপোস্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। যেখানে কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুব উদ্যোক্তা এবং কর্মহীন যুব ও যুবনারীকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

১০। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ সমাপ্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং (খ) ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে এ প্রকল্প ও বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হাউজওয়্যারিং এর কাজ, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকণ্ডিশনার, টিভি, কম্পিউটার মনিটর, কার এসি, শ্যালো মেশিন ইত্যাদি মেরামতের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের জনবল ইতোমধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৫-২০১১) (৩য় সংশোধিত)	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের	১,১৭,৭৮০ জন	৯৪,৫৯৬ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১১,৭০০ জন	১০,৯৩৬ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১১,৭০০ জন	-

অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ।

ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস।

রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকণ্ডিশনিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবনারীদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য ।১৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প গত ১৯-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট

প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১০-২০১৯)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা।	১৯৫৭৮.১৫ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দের	৮০০.০০ লক্ষ টাকা।	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়ের	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা।	৬২৫.৩৯ লক্ষ টাকা।

০২। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২১ করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা হয়। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫-জুন ২০২১)	৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা	২৭৩৭.০৬ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১০০০.০০ লক্ষ টাকা	৮৮০.৩৪ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১১৪৫০ জন	১০৪১৩ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৭০০ জন	১৩১২ জন

০৩। ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৯-১০-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবনারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২-১০-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১৯-০২-২০২০ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টিসহ মোট ৭৬টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে ২৯,৮০৩ জন যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পটি জুন,২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬-২০২১) ২য় সংশোধিত	৬১০০.০০ লক্ষ টাকা	৬০৬৬.১৫ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৮২৩.০০ লক্ষ টাকা	২৮১৫.৪০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের শুরু থেকে বরাদ্দ	৬৪,৮৫০ জন	৬৪,০৪০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২২,২৪০ জন	২১,৬১১ জন

০৪। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবনারী উপকৃত হবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথম পর্বের ঋণ তহবিল ৫৪৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা।	১৫২৯.০৩ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দের	৩০৩.০০ লক্ষ টাকা।	২৯০.৪১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	২৮২০০ জন।	২৮২০০ জন।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫৮৭৫ জন।	৫৮৭৫ জন।
প্রকল্প মেয়াদে কর্মশালার	১৬২টি।	১৪১টি।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কর্মশালার	৩৩টি।	৩৩টি।

টি, এ প্রকল্প

০৫। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহরকেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবনারীগণ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমান আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাসমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ০৭টি বিভাগের জন্য ১টি করে সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালিন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে । এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারী প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১-১২-২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বর্তমানে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০) ১ম সংশোধিত	২০০০.০০ লক্ষ টাকা	১৭৯১.৪৫ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	১৮৪.০০ লক্ষ টাকা	১৩৬.৯০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	১৫৮৪০ জন	১৬০৪৮ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৬৮০ জন	২৩৩৮ জন

চলমান প্রকল্পসমূহ

০১। যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৪০টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারী যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০১-২০২১ থেকে ৩১-১২-২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় প্রশিক্ষণ শেড, ট্রেনিং ট্রেক, র‍্যাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হবে।

০২। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্ব)।

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ২য় পর্বের বাস্তবায়ন কাজ ৩০-০৬-২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৩য় পর্বের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্বে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬৪০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। ০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০৯১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ২৪-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

০৩। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অব নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি :

বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই এবং একইসংগে অর্থনৈতিকভাবে

যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। এদিক থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তার প্রস্তাবিত ৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। এক্ষেত্রে বিআইডিএস-এর মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে এবং বিআইডিএস-এর মাধ্যমে সম্ভব না হলে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যেকোন যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচনা করা হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। ডিওয়াইডি নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের এসব প্রকল্প গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতা নির্ধারণ করবেঃ

(১) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
(২) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)
(৩) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প
(৪) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব)
(৫) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা তৈরিকরণ প্রকল্প
(৬) অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্প

প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার উপরে। সরকারের বিদ্যমান আইনানুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ মে/২০২১ থেকে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত।

টি এ প্রকল্প

০৪। সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ন্যাশনাল ইয়ুথ পলিসি এণ্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প।

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবনারীদের লাইফ স্কিল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করছে।

০১-১০-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা।	১৭৬.২২ লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৩.০০ লক্ষ টাকা।	৪২.৩৫ লক্ষ টাকা।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮৮.০০ লক্ষ টাকা।	-

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

(১) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;

খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের নিয়োজিত করে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;

গ) একক/যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক কাজে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পৃক্ত করা;

ঘ) যুবদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

ক) প্রকল্প মেয়াদে ৩২৯১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) প্রকল্প মেয়াদে ১৬৪৫৬৫ জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা।

প্রকল্পটি ০১/০১/২০২১ থেকে ৩১/১২/২০২৩ মেয়াদে এবং ৪২১৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(২) যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখি শক্তিতে রুপান্তর করা।

খ) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ মেয়াদে এবং ৩৬৩৪.৭২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৩) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব)

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখি শক্তিতে রুপান্তর করা।

খ) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে 'তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

গ) তরুণদের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ মেয়াদে এবং ৬৭৩৩৯৮.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৪) রাজশাহী, বরিশাল, ফেনী ও নড়াইল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) রাজশাহী, বরিশাল, ফেনী ও নড়াইল শহরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

খ) নড়াইল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জমি পদ্মাসেতু রেলসংযোগ প্রকল্প অধিগ্রহণ করায় উপপরিচালকের কার্যালয়সহ নড়াইল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পুন:স্থাপন করা।

গ) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।

ঘ) প্রকল্প মেয়াদে ৪টি জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ মেয়াদে এবং ৩৭৪২৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৫) টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) প্রকল্প।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে যুযোগ সৃস্টি;

খ) দরিদ্র যুবদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামুল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

গ) আইসিটি বিষয়ে চাকুরির ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

ঘ) গ্রামীন ও শহর যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করা;

ঙ) প্রতিবন্ধি ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

লক্ষ্যমাত্রা:

প্রকল্পমেয়াদে ১২৮৮০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ মেয়াদে এবং ৪৬২১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৬) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
ক) কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;
খ) দক্ষ মানবসম্পদের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
গ) যুবদের উপার্জনমুলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দেশে দারিদ্র্যতা হ্রাস করা;
ঘ) বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।
লক্ষ্যমাত্রা:
প্রকল্প মেয়াদে ৩৪,৫৬০জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
প্রকল্পটি ০১/০১/২০২১ থেকে ৩১/১২/২০২৩ মেয়াদে এবং ১০৯৪২.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৭) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
ক) বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় কর্মহীন যুবদের জন্য নিজ নিজ গ্রামে স্থানীয়,জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;
খ) যুবদের শহরমুখি প্রবনতা রোধ করে গ্রামেই আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
গ) কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা;
ঘ) বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃস্টি করা।
লক্ষ্যমাত্রা:
ক) প্রকল্প মেয়াদে ৭২২৪০০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
খ) প্রকল্প মেয়াদে ৩৬১২০০ জনকে আত্মকর্মসংস্থান হবে।
গ) প্রকল্প মেয়াদে ২০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে।
ঘ) প্রকল্প মেয়াদে ৪০,০০০ জনকে যুব ঋণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ মেয়াদে এবং ৭১১৬৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৮) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্বাচিত ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) জেলা কার্যালয় এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শ্রেণি কক্ষ (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) সংস্কার ও মেরামত, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধি করা।

খ) মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুব ও যুবনারীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানে উপযোগী করে গড়ে তোলা।

গ) দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রশিক্ষণ মডিউল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা।

ঘ) ইতোমধ্যে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ইমপ্যাক্ট স্টাডি করে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা ।

ঙ) প্রশিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা।

চ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের MIS এবং গবেষণা স্থাপন করা।

প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ মেয়াদে এবং ৫১৫০২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(৯) কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনলাইন আউটসোর্সিং কাজের উপযোগী করে দেশে/ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা' শীর্ষক প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১.কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

*আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ৪৫৬০ জন শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৩৫৬০ জনকে স্বাবলম্বী করা এবং

* সোসাইটি ফর পিপলস এডভান্সমেন্ট (এসপিএ) এর বিভিন্ন কার্যালয়ে ১০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ০১/০১/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ মেয়াদে এবং ৩০৬৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(১০) পাঁচটি জেলায় যুবনারী শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. যুবনারী শ্রমিকদের আবাসনের জন্য বহুতল হোস্টেল নির্মাণ করা।

২. যুবনারীদের আবাসন সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা।

৩. যুবনারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা :

ক) প্রকল্প মেয়াদ ৫টি বহুতল হোস্টেল নির্মণ করা। খ) মোট ৫০০০ যুবনারীর নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ০১/০১/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ মেয়াদে এবং ৬৩৫৫১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

(১১) কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে। ইতোমধ্যে ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নকশা অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রকল্প প্রণয়ন করছে। প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ১৮০৮৭.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

আত্মকর্মী যুবদের গৃহিত প্রকল্পসমূহ টেকসই করে মাঝারি ও বড় প্রকল্প স্থাপন এবং উক্ত প্রকল্পে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২। যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক্স তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি বহুতল বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

৪। কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প।

কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আর্ন্তজাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প।

যুব কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার হবে।

৭। বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৮। ট্যুরিষ্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুবদিবস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৪৪ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৪৭১ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এ বছর ১২ জন মহিলা এবং ১৫ জন পুরুষসহ মোট ২৭ জন সফল যুবক ও যুবনারী, প্রতিবন্ধী যুব এবং যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(খ) আন্তর্জাতিক যুবদিবস

পর্তুগালের লিসবনে ১৯৯৮ সালের ৮-১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব মন্ত্রীদের কনফারেন্সে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের নিকট সুপারিশ করা হয়। লিসবন কনফারেন্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৫৪/১২০ নং রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে ১২ আগস্টকে "আন্তর্জাতিক যুবদিবস" হিসেবে ঘোষণা করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। যুবসংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তি করা হতো। যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন ২০১৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যুবসংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৮৩৫২টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠনসমূহকে অনুদান

যুবসংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি ১২,৯৬৯টি যুব সংগঠনকে মোট ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান সিডমানির পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৫টি যুব সংগঠনকে ১৫.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। অনুন্নয়ন খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ২৫৩৬টি যুব সংগঠনকে ০১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

(ঙ) যুব সংগঠন নিবন্ধন

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন ২০১৫ গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন কাজ জুলাই ২০১৭ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ৫০২৩টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।

(চ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(ছ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(জ) জাতীয় যুবনীতি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের জন্য নতুন যুবনীতির খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (এ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঝ) কমনওয়েলথ পুরস্কার

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল

আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঞ) সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

উপসংহার :

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুব সমাজকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগানো ছাড়া কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখি প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখি ও উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে। আমরা সর্বোতভাবে বিশ্বাস করি, "তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি"।

যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন
(০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন	বর্তমান সরকারের অর্জন
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৬৪,৬১,২৩৮ জন	৩৩,৭৯,৫৫০ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২২,৮০,৪৬৫ জন	৭,৭০,১৫৩ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জন	২লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৯ জন	২ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৯ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২১১১৪২.৮২ লক্ষ টাকা	১২৬৮৮৮.১৬ লক্ষ টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯,৯১,৬৯১ জন	৪,৬৫,৭৩৬ জন
০৭.	নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩৩ টি	১৬ টি
০৮.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
০৯.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	২৯টি যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্র	২৯টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১০.	উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল বিতরণ	১,০৯১ টি	৬১৫ টি

১১.	ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, ৩৫টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০০টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়,৩৫টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০০টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
১২.	যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	২০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা	১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা
১৩.	অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১২,৯৬৯টি	৭,১০৫টি
১৪.	নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৫,০২৩ টি	৫,০২৩ টি
১৫.	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৩৫২ টি	১১,৩৬৬ টি
১৬.	যুব পুরস্কার প্রদান	৪৭১ টি	২২৭ টি
১৭.	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪,১৫৬ জন	১১৭ জন
১৮.	নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪,১৯৩ জন	২,৮৯৬ জন
১৯.	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪,২৬৫ টি	৩,৮২০ টি
২০.	পদোন্নতির সংখ্যা	২৪৭ জন	১৫৬ জন
২১.	নিয়োগের সংখ্যা	৫,২৮৬ জন	৬০৮ জন

এক নজরে শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ঃ

মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	৬৪,৬১,২৩৮ জন
মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	ঃ	২২,৮০,৪৬৫ জন
মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	ঃ	১৬৬৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা
মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	২১১১৪২.৮২ লক্ষ টাকা
মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	৯,৯১,৬৯১ জন
মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	ঃ	২২৫৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা
আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	ঃ	৪২৫৭৮.৩৪ লক্ষ টাকা
ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	ঃ	৯৫.৪৭%
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	ঃ	২,৩৫,৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ঃ	২,২৮,১২৯ জন
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	ঃ	২০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	১২৯৬৯ টি
যুব কল্যাণ তহবিলের সীড মানির পরিমাণ	ঃ	১৫ কোটি টাকা
অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	ঃ	১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা
অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	২,৫৩৫ টি
যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি	ঃ	১৮,৩৫২টি
নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	৫,০২৩ টি
যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	ঃ	১৭৫ জন।
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	ঃ	৪৭১ জন।
কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	ঃ	১৯ জন।
সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	ঃ	০২ জন।
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	৬৪ টি
আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	ঃ	৬,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Website - www.dyd.gov.bd